



38400 - একই রাত্রে কবি দুইবার বতিরি নামায় পড়া যাবে; যদি কবি ইমামের সাথে বতিরি নামায় পড়ার পর আবার নামায় পড়ে

প্রশ্ন

পর সমাচার আমি জিজ্ঞাসে করতে চাই যে, তারাবরি নামায়ের শেষে আমরা জেড সংখ্যক ও বতিরি (বেজেড সংখ্যক) নামায় আদায় করি। আমি শুনছি যে, আমাদের সর্বশেষে নামায় বতিরি বা বেজেড সংখ্যা হওয়া আবশ্যিক। এর মানে এটা যে, আমরা যদি রাত্রে আরও নামায় পড়ি তখন জেডের সাথে বতিরি (বেজেড) নামায় আবার পড়ব? নাকি বতিরি নামায় প্রথম আদায় না করে পরে একবার মাত্র পড়তে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন মুসলিম যদি বতিরি নামায় পড়ে ফেলার পর রাত্রে বলায় আরও নামায় পড়তে চায় তাহলে তিনি দুই রাকাত দুই রাকাত করে নামায় আদায় করবেন। বতিরি নামায়ের পুনরাবৃত্তি করবেন না। রাত্রে সর্বশেষে নামায় যেন হয় বতিরি বা বেজেড এ সংক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নরিদশেটি মুস্তাহাব বা উত্তমতা সাব্যস্তকারী নরিদশে; ফরযিত বা আবশ্যিকতা সাব্যস্তকারী নরিদশে নয়। দেখুন 37729 নং প্রশ্নোত্তর।

শাইখ বনি বায় (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছে:

আমি যদি রাত্রে প্রথমভাগে বতিরি নামায় পড়ে ফেলি; এরপর রাত্রে শেষভাগে কয়ামুল লাইল পড়ি সক্ষেত্রে আমি কি পদ্ধতিতে নামায় পড়ব? উত্তরে তিনি বলেন: যদি আপনি বতিরি নামায় পড়ে ফেলেনে এরপর রাত্রে শেষভাগে আল্লাহ আপনাকে কয়ামুল লাইল পড়ার তাওফিক দেন তাহলে আপনি জেড সংখ্যক অর্থাৎ দুই রাকাত দুই রাকাত করে নামায় আদায় করবেন; বতিরি বা বেজেড সংখ্যক নয়। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী “এক রাত্রে দুইবার বতিরি নই”।

আয়শো (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বতিরি নামায় পড়ে ফেলার পর বসে বসে দুই রাকাত নামায় আদায় করতেন। এ দুই রাকাত নামায় আদায় করার হকমত হলো - আল্লাহই ভাল জানেন- উম্মতকে এ বিষয়ে অবহতি করা যে, বতিরি নামায়ের পর নামায় পড়া জায়গে আছে। সমাপ্ত



বনি বাযরে ফতযোসমগ্ৰ (১১/৩১১)

আল্লাহই ভাল জাননে।